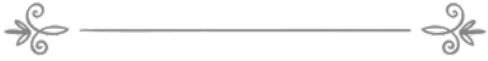

IslamHouse.com

কালেমা শাহাদাত
(পর্ব -১)

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

الشهادتان

-الجزء الأول -

(باللغة البنغالية)

ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

সূচিপত্র
১.
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর শাহাদাতের উদ্দেশ্য...3
২. ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এর শাহদাতের উদ্দেশ্য...............................3
৩. ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য প্রদানের তাৎপর্য:................................4
৪. শাহাদাতের মূল ভিত্তি......................4
৫. ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর শর্তসমূহ: 5

1

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............. কালেমা শাহাদাত: কালেমার মর্ম উপলব্ধি করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে একান্ত জরুরী। এ প্রবন্ধে পাঠক কালেমা সম্পর্কিত নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবগত হবেন:
(১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ,
(২) শাহাদাতের রোকনসমূহ, (৩) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্ত, (৫) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্য প্রদানের মর্মার্থ, (৫) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্য প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলি, (৬) কালেমা বিরোধী কাজ ও কথা।

2

কালেমা শাহাদাত (পর্ব-১)

ইসলামের গোড়া পত্তন হয়েছে শির্কের কলঙ্ক ও পৌত্তলিকতার নোংরামী মুক্ত খাঁটি, নিভের্জাল তাওহীদের ওপর। যার রূপকার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এর শাহাদাত বা সাক্ষ্য প্রদান।
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর শাহাদাতের উদ্দেশ্য: বিনয়-নম্র ভাবে নিজেকে আল্লাহর সমীপে সঁপে দেওয়া, তার বশ্যতা মেনে নেওয়া। তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই, এটা ঘোষণা দেওয়া।
‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এর শাহদাতের উদ্দেশ্য: নিজেকে সঁপে দেওয়ার পদ্ধতি ও ইবাদতের বিশদ বর্ণনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে গ্রহণ করা। উভয় শাহাদাতের মৌখিক উচ্চারণ ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামকে আলিঙ্গন করার বহিঃপ্রকাশ। কিয়ামতের দিন দুইটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কোনো আদম সন্তান স্বীয় অবস্থান ত্যাগ করতে পারবে না।

3

প্রথম প্রশ্ন: তোমরা কার ইবাদত করতে?
দ্বিতীয় প্রশ্ন: রাসূল কে কী জাওয়াব দিয়েছ?
প্রথম প্রশ্নের উত্তর: ইলম তথা আল্লাহর পরিচয় লাভ, মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান এবং আমলের মাধ্যমে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর বাস্তবায়ন। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর: ইলম তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় লাভ, মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান এবং আনুগত্যের মাধ্যমে ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এর বাস্তবায়ন।
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য প্রদানের তাৎপর্য:
সংবেদনশীল, তাৎপর্যপূর্ণ এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হলো: ‘সত্যিকারার্থে আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি, রিযিকদাতা, কল্যাণসাধনকারী, ক্ষতিসাধনকারী ও পরিচালনাকারী, সেহেতু আল্লাহ তা‘আলার বান্দা স্বীয় নিবেদন, আশা, ভয়, মহব্বত, মীমাংসা, ভরসা এবং সমস্ত

4

কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে একমাত্র তাঁর শরণাপন্ন হবে, অন্য কারো নয়।

শাহাদাতের মূল ভিত্তি :

শাহাদাত বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য মূল দু'টি ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল -

১. প্রত্যাখ্যান।
২. স্বীকৃতি প্রদান।

لا إله : প্রত্যাখ্যান। অর্থাৎ ইবাদতের উপযুক্ত যে কোনো উপাস্যের অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করা, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত।

إلا الله : স্বীকৃতি প্রদান। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ইবাদতের উপযুক্ত অন্য কেউ নয়, এর স্বীকৃতি প্রদান করা।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর শর্তসমূহ :

আলোচিত কালেমায়ে তাওহীদ জান্নাতে প্রবেশের চাবিস্বরূপ, জাহান্নাম তাতে মুক্তির ঢালস্বরূপ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

"যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই) এর

5

অর্থ , তাৎপর্যের জ্ঞান নিয়ে মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’’[1] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَـالَ: لَا إِلَـهَ إِلّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ».

“অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তির ওপর জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমাটি পাঠ করেছে।”[2] আফসোস! অনেক মানুষ কালেমায়ে শাহাদাত শুধু মুখে উচ্চারণ করে পরমানন্দে নিশ্চিন্ত বসে আছে, অথচ এর শর্ত, এর দাবী বাস্তবায়ন যে কত অপরিহার্য তা একেবারে বেমালুম ভুলে আছে। ওহাব ইবন মুনাব্বিহ রহ.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

«أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الجَنَّةِ؟ قَـالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَـاحٌ إِلَّا لَـهُ أَسْـنَانٌ، فَـإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ».

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি জান্নাতের

---

[1] মুসান্নাফে ইবন আবি শায়বাহ, হাদীস নং ১০৮৬৮; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৪৯৮।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪০১, ১১৮৫; সহীহ মুসলিম, ১/৪৫৪।

6

চাবি নয়? তিনি উত্তর দিলেন: অবশ্যই। তবে প্রতিটি চাবির কিন্তু দাঁত থাকে। যদি তুমি দাঁত আছে এমন চাবি নিয়ে আস, তোমাকে দরজা খুলে দেওয়া হবে। অন্যথায় দরজা খুলে দেওয়া হবে না।”[3]

কতক প্রজ্ঞাময় ওলামায়ে কেরাম নিম্নের পংক্তির মাধ্যমে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর শর্তগুলো একত্রিত করে বর্ণনা করে দিয়েছেন:

علم يقين وإخلاص وصدقك محبة وانقياد والقبول لها.
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد ألها.

১. ইলম।
২. দূঢ় বিশ্বাস।
৩. ইখলাস।
৪. সততা, আন্তরিকতা।
৫. ভালোবাসা।
৬. আত্মসমর্পণ।
৭. ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-কে মনে প্রাণে গ্রহণ করা।
৮. আল্লাহর বিপরীতে উপাস্য সকল মূর্তি প্রত্যাখ্যান করা।

---

[3] সহীহ বুখারী ২/৭১।

7

আটটি মূল ভিত্তির ওপর সামান্য আলোকপাত:

১. এই কালেমার অর্থ, আবেদন ও দাবী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, অজ্ঞতা পরিহার করা:

বান্দাকে অবশ্যই জানতে হবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (প্রত্যাখ্যান ও গ্রহণ) অস্বীকৃতি ও স্বীকৃতি দু’টি বিষয়ের সমন্বয়। এই কালেমার দাবি হচ্ছে: আল্লাহ ছাড়া যে কোনো জিনিসের ইবাদতের উপযুক্ততা প্রত্যাখ্যান করা এবং একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য স্বীকৃতি প্রদান করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩]

“জেনে রাখুন, আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ مَـاتَ وَهُـوَ يَعْلَمُ أنْ لَا إِلَـهَ إِلّا اللـهُ دَخَـلَ الْجَنَّةَ».

“যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তাৎপর্য ও অর্থ জানাবস্থায় মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[4]

---

[4] মুসান্নাফে ইবন আবি শায়বাহ, হাদীস নং ১০৮৬৮; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৪৯৮।

8

٥. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻴﻦ, ﻭﺍﻟﺘﻲ-ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ‘ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ’ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺃﺷﺪﻫﺎ, ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ, ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ١٥﴾ [الحجرات: ١٥]
“ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺎﻫﺪ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻭﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻳﻀﺤﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺃﺷﺪﻫﺎ” [ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ, ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ: ٢٥] ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ, ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ: «يَا أَبَا هُرَيْـرَةَ، اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَـاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَـذَا الْحَائِطِ يَشْـهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللـهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»
“ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻳﺤﺐ ﺃﻫﻠﻪ (ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻭﻥ) ﻭﻳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻮﺕ

অন্তরের অন্তস্থল থেকে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য প্রদানকারী যার সাথেই তুমি সাক্ষাত করবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।”[5]

৩. এই কালেমার আবেদন ও দাবী স্বতঃস্ফুর্ত গ্রহণ করা, প্রত্যাখ্যান না করা :

অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে এই কালেমার আবেদন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি এই কালেমার আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করবে, আন্তরিকভাবে মেনে না নিবে সে কাফির। সাধারণত প্রত্যাখ্যান করা হয়ে থাকে অহংকার, বিরোধিতা, হিংসা, বাপ-দাদার অন্ধানুকরণ ইত্যাদি কারণে। যেমন, পবিত্র কুরআনের ভাষায় অহংকারবশতঃ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ ও তাৎপর্যকে প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরদের ঔদ্ধত্য প্রকাশের কারণে হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّهُمْ كَانُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ
يَسْتَكْبِرُونَ ٣٥ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا۟ ءَالِهَتِنَا
لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ٣٦﴾ [الصافات: ٣٥، ٣٦]

---

[5] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১।

10

“তাদের যখন বলা হত আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব?’’ [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৩৫-৩৬]

অতীত উম্মতের ভিতর যারা এই কালেমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে, আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদের থেকে নেওয়া প্রতিশোধ চিত্র পবিত্র কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ
إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا
عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ ٢٣ ۞قَٰلَ أَوَلَوۡ جِئۡتُكُم
بِأَهۡدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمۡ عَلَيۡهِ ءَابَآءَكُمۡۖ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ
أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ٢٤ فَٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡۖ فَٱنظُرۡ
كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٢٥﴾ [الزخرف:
٢٣، ٢٥]

“এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমরা যখন কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন তাদেরই বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলি। সে বলত, তোমরা তোমাদের

11

পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের ওপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে, তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। ফলে আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতঃপর দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৩-২৫]

৪. এই কালেমার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, পরিত্যক্ত করে না রাখা :

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ, আভ্যন্তরিণ মননশীলতার মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই কালেমার অর্থ, আবেদন ও তাৎপর্যকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া। যার সত্যতা প্রমাণিত হবে, আল্লাহ তাআলার আদেশ বাস্তবায়ন, তার পছন্দনীয় বস্তুগুলো গ্রহণ, অপছন্দনীয় বস্তুগুলো বর্জন এবং তার গোস্বা ও রাগান্বিত বিষয়-বস্তুগুলো পরিহার করার মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ

12

ٱلۡأُمُورِ ٢٢ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحۡزُنكَ كُفۡرُهُۥٓۚ ﴾ [لقمان: ٢٢، ٢٣]

“যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে, সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মজবুত হাতল। যাবতীয় কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে। যে ব্যক্তি কুফুরী করে, তার কুফুরী যেন আপনাকে ক্লিষ্ট না করে।” [সূরা লুকমান, আয়াত: ২২-২৩] অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

“অতএব, তোমার রবের শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মেনে না নেয়, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لايؤمن أحدكم حتى يكون هـواه تبعا لما جئت به».

“তোমাদের কেউ মুমিন বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আনীত বিধানের

13

প্রতি তার প্রবৃত্তি আনুগত্য প্রকাশ না করবে।”[6]

৫. এই কালেমার ব্যাপারে নিরেট সততা প্রর্দশন করা, মিথ্যা ও কপটতা পরিহার করা :

বান্দার অন্তরে সুপ্ত অভিব্যক্তির সাথে মুখের উচ্চারণের এতটুকু সমন্বয় থাকতে হবে, যার দ্বারা তার অবস্থা মুনাফিক তথা কপটদের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায় - যারা মিথ্যা ও ধোকার আশ্রয় নিয়ে মুখে এমন সব কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ١٠﴾ [البقرة: ٨، ١٠]

“আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এর

---

[6] ইমাম নাওয়াবী কর্তৃক আরবা‘ঈন গ্রন্থে বর্ণিত।

14

[illegible] [illegible] [illegible] [

“আর কোনো লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং এদের প্রতি এমন ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা এদের তুলনায় বহুগুণ বেশি।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৫] অর্থাৎ কালেমায়ে তাওহীদ তাদের অন্তরে ও হৃদয়ে স্থায়ীরূপ নিয়েছে। তাদের অন্তর ও হৃদয় এ কালেমা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে, বিধায় অন্য কোনো জিনিসের জন্য তাদের অন্তর উন্মুক্ত হয় না। তাদের অন্তরে যত মহব্বত-বিদ্বেষ দেখা যায় সব এই কালেমার অনুকরণে উৎসারিত হয়।

৭. এই কালেমার প্রতি পূর্ণ ইখলাস প্রদর্শন করা, লৌকিকতা, সুখ্যাতি ও অংশিদারিত্ব পরিহার করা:

সমস্ত ইবাদতে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট চিত্তে মনোনিবেশন করা। ছোট বড় সমস্ত শির্ক থেকে নিয়ত পরিশুদ্ধ রাখা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥﴾ [البينة: ٥]

17

“তাদেরকে এ ছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয় নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। এটাই সঠিক দীন।” [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ».

“অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তির ওপর জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমাটি পাঠ করেছে।”[৪] আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ ظَنَنْتُ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ».

---

[৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪০১, ১১৮৫; সহীহ মুসলিম ১/৪৫৪।

18

“আমি বলেছি হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশের মাধ্যমে কে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে? তিনি বললেন: হে আবূ হুরায়রা, আমি নিশ্চিতভাবে ধারণা করেছিলাম যে, এ ব্যাপারে তোমার আগে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। যেহেতু হাদীসের প্রতি তোমার অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। (শুন!) কিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত বা সুপারিশ দ্বারা ঐ ব্যক্তি বেশি লাভবান হবে যে অন্তরের অন্তস্থল থেকে নিবিষ্ট চিত্তে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে।”

9

9 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৯, ৬৫৭০; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৮৮৫৭।

19